দেশ-বিদেশের বিচিত্র আলাপন-৭

খন্দকার জাহিদ হাসান

(ড) 'সাপ, না ভাভু?'

স্থানঃ **ঢাকার পরীবাগস্থ কোরিয়া ডেভেলপ্‌মেন্ট কর্পোরেশন (কেডিসি) অফিস**
সময়ঃ **দুপুর সাড়ে বারোটা (মধ্যাহ্ন বিরতি)**
প্রথম পাত্রঃ **বাংলাদেশী জাহিদ**
দ্বিতীয় পাত্রঃ **কোরীয় মিঃ সং**
তৃতীয় পাত্রঃ **কোরীয় মিঃ লী।**

[জাহিদ অল্পদিন হলো কেডিসি-তে যোগদান করেছেন। প্রথমদিন-ই তিনি একটা ব্যাপারে চিন্তিত হোয়ে পড়লেন। তাঁর কোরীয় উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও সহকর্মীদের সকলের চেহারাই প্রায় একরকম। কে যে মিঃ চো, কে যে মিঃ পার্ক, আর কে যে মিঃ লী, তা বুঝে ওঠা বেশ ভার। মানুষ চেনা যে এত কঠিন একটা ব্যাপার, কে তা আগে জানতো!

তবে সু-সংবাদ হলো, ক্রমশঃ প্রত্যেককেই আলাদাভাবে সনাক্ত করা সহজতর হোয়ে উঠলো। এর মধ্যে মিঃ সং-এর আদল তো সম্পূর্ণ অন্য ধাঁচের ছিলো। মিশুক এই ভদ্রলোকের সাথে বেশ ভাব জমে উঠলো জাহিদের। মিঃ সং ভীষণ পাতলা হলেও দারুণ সুদর্শন ছিলেন। জুৎসই কোনো বংগ-ললনার সাথে প্রেম করার খুব ইচ্ছে ছিলো তাঁর। একদিন মিঃ সং মধ্যাহ্ন বিরতির শুরুতে জাহিদকে এক অদ্ভুত প্রশ্ন ক'রে বসলেন। জাহিদকে ডাকার ক্ষেত্রে কোরীয়রা তাঁর নামের শেষাংশ 'হাসান' ব্যবহার করতেই বেশী স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতো।]

মিঃ সংঃ হাসান, একটা ব্যাপার আমার মাথায় ঢুকছে না।

জাহিদঃ কোনো বাংলাদেশী মেয়ের ব্যাপার-স্যাপার নাকি?

মিঃ সংঃ ধ্যুত্ তোমার খালি ইয়ার্কি! আমি অন্য একটা ব্যাপারে জানতে চাইছি।

জাহিদঃ সিরিয়াস কিছু মনে হচ্ছে?

মিঃ সংঃ না, ঠিক তা নয়।.... আচ্ছা, 'সাপ' ও 'ভাভু'-র মধ্যে পার্থক্য কি?

জাহিদঃ আমি দূঃখিত সং! ঠিক বুঝলাম না তোমার কথা। 'সাপ' জিনিসটা তো চিনি, যার মানে হলো 'স্নেইক্'। কিন্তু 'ভাভু' আবার কি? এ শব্দটা তো আগে জীবনেও কখনো শুনিনি!

মিঃ সংঃ ঠিক আছে, ও সব কথা বাদ দাও। তার চেয়ে বরং আমায় বলো, তুমি কি সাপ, না ভাভু?

জাহিদঃ সং, তোমার প্রশ্নের মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি সাপ হতে যাবো কোন্ দূঃখে? আমি মানুষ। আর 'ভাভু' যে কি চীজ, আমি তা জানি না। এগুলো কি বাংলা শব্দ নাকি?

মিঃ সংঃ হ্যাঁ, তা তো বটেই। যাক্‌গে, অসুবিধা নেই কোনো। বোঝা গেল তোমার বাংলা শব্দের ভান্ডার তেমন সমৃদ্ধ নয়।

জাহিদঃ তা হবে কেন? আমার ধারণা, তোমার উচ্চারণে কিছু একটা ভুল হচ্ছে ব'লে আমি ধরতে পারছি না।

মিঃ সংঃ মোটেও না। 'সাপ' ও 'ভাভু' খুব-ই কমন শব্দ। বাংলাদেশীরা প্রায়ই শব্দ দু'টো ব্যবহার করে।

[সেদিন দুপুরে দু'জনের সংলাপ এভাবে শেষ হলেও সারাদিন জাহিদের মনের মধ্যে ছোট্টো একটা খচ্‌খচানি রয়েই গেল। রাতে টি,ভি,-তে একটা বাংলা নাটক দেখার সময় হঠাৎ তিনি অভাবিতভাবেই মিঃ সং-এর প্রশ্নের উত্তরটি পেয়ে গেলেন। নাটকের একটা দৃশ্যে এক ভদ্রলোক এক বাসার দরজায় কড়া নাড়াতে নাড়াতে চেঁচাচ্ছিলেন, ''মাহ্‌মুদ সাব, বাসায় আছেন নাকি? ও মাহ্‌মুদ সা...ব...!''

ঝট্ ক'রে টি,ভি, বন্ধ ক'রে জাহিদ নতুন লাইনে ভাবতে শুরু করলেন, ''আমি সাপ, না ভাভু..? সাপ, না ভাভু....? আচ্ছা, অনেক লোকে আমাকে 'জাহিদ সাব' ব'লে ডাকে। আবার পাশের ফ্ল্যাটের ভদ্রলোকটি সবার কাছে 'গণেশ বাবু' নামে পরিচিত।.... মিল্ গিয়া! ব্যাটা গর্দভ সং, তেরা সাওয়াল কি জাওয়াব মিল্ গিয়া!! 'সাহেব' ভায়া 'সাব' টু 'সাপ'! আর 'বাবু' ডিরেক্টলি টু 'ভাভু'! কি ভয়ানক অপভ্রংশ!!''

পরদিন সকালে মিঃ সং-কে অফিসে পাওয়া গেল না। উনি নাকি ক'দিনের ছুটি নিয়েছেন। ব্যাপারটি খুব সামান্য হলেও এই সংবাদে জাহিদ মানসিকভাবে কিছুটা অস্থির হলেন। সপ্তাহখানেক পরেও যখন মিঃ সং অফিসে ফিরলেন না, তখন একদিন জাহিদ প্রজেক্ট ম্যানেজার মিঃ লী-এর শরণাপন্ন হলেন। ততোদিনে তাঁর উৎসাহ এক ধরণের বিরক্তিতে পর্যবসিত হোয়েছিলো।]

মিঃ লীঃ (টেবিল থেকে চোখ তুলে) কি ব্যাপার হাসান, কিছু বলবেন?

জাহিদঃ আচ্ছা স্যার, মিঃ সং-এর খবর কি?

মিঃ লীঃ সং তো গতকাল কোরিয়াতে ফিরে গেছেন।

জাহিদঃ (আহত স্বরে) ও....তাই নাকি? তো কবে ফিরবেন?

মিঃ লীঃ উনি আর ফিরবেন না। উনার জায়গায় আগামীকাল-ই নতুন লোক আসছে।

[জাহিদ শুধু 'ও আচ্ছা' ব'লে বিহ্বলভাবে ফিরে যাচ্ছিলেন, মিঃ লী-এর ডাকে ফিরে তাকালেন।]

মিঃ লীঃ হাসান, আপনার কি কোনো দরকার ছিলো মিঃ সং-এর সাথে?

জাহিদঃ না মিঃ লী। তবে কখনো কি তাঁকে একটা কথা জানানো সম্ভব?

মিঃ লীঃ কি কথা?

জাহিদঃ ....যে, আমি একজন 'সাপ'? তবে তার চেয়েও বড়ো কথা, সবার উপরে আমি একজন মানুষ?

[মিঃ লী জাহিদের কথা শুনে তাঁর দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে রইলেন।]

(বাস্তব ঘটনার উপর ভিত্তি ক'রে রচিত।)

(ঢ) সেক্লেম্যুরান্‌দের 'মানব-স্বাস্থ্য বিবরণী'

স্থানঃ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ১০০ কিঃমিঃ উপরে অবস্থিত ভিন্‌গ্রহবাসীদের মহাকাশযান 'ইকারা-৭'

সময়ঃ ১৯৯৮ সালের ১৪ই মে, স্থানীয় সময় সকাল আটটা
পাত্রঃ বুদ্ধিমান মহাজাগতিক প্রাণী মহাকাশযানের ক্যাপ্টেন সাক্রাই ত্রিমু
পাত্রীঃ বুদ্ধিমতী মহাজাগতিক প্রাণী মহাকাশযানের ভূ-তাত্ত্বিক লোশাও মারু।

[প্রেক্ষাপটঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সিস্থ সমার্সেটের ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ১০০ কিঃমিঃ উপরের মহাকাশে 'সেক্লেম্যুরান্' নামের ভিন্‌গ্রহবাসীদের মাদারশিপ্‌টি স্থিরভাবে অবস্থান করছিলো। তারা এসেছিল সৌরজগৎ থেকে নয়শত পাঁচ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত 'ইউকানাস্' নামের নক্ষত্রের ষষ্ঠ গ্রহ 'হেলিজ্যাপাটা' থেকে। সেক্লেম্যুরান্‌দের মহাকাশযান 'ইকারা-৭'-এর কিম্ভূৎকিমাকার পাঁচজন অভিযাত্রীর মধ্যে একমাত্র মেয়ে সহযাত্রী লোশাও মারু ছিলেন একজন ভূ-তাত্ত্বিক। কিন্তু সাময়িকভাবে কিছুদিনের জন্য তাঁকে দেওয়া হোয়েছিলো একটু ভিন্ন ধরণের দায়িত্ব। তাঁর কাজটি ছিলো মানবজাতির স্বাস্থ্য বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা। তার মধ্যে আবার কোনো কোনো তথ্য জোগাড়ের জন্য পৃথিবীর মাটিতে নামারও দরকার ছিলো না। তাই মাদারশিপের নির্ধারিত একটা অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিসমৃদ্ধ কক্ষে ব'সেই লোশাও মারু কাজটি সারছিলেন। উপরোক্ত দিন সকালবেলা হঠাৎ ক'রে সেখানে দলপতি ক্যাপ্টেন সাক্রাই ত্রিমু এসে হাজির হলেন। লোশাও-এর দৃষ্টি তখন ছিলো বিরাট একটা হলোগ্র্যাফিক স্ক্রীনের দিকে নিবদ্ধ।]

সাক্রাইঃ শুভ হেলিজ্যাপাটা লোশাও। (সেক্লেম্যুরানদের মাঝে ওভাবেই তাদের গ্রহের নাম ধ'রে পরস্পরকে অভিবাদন করার প্রথা ছিলো।)
লোশাওঃ (স্ক্রীন থেকে চোখ সরাতে সরাতে) শুভ হেলিজ্যাপাটা ক্যাপ্টেন।
সাক্রাইঃ সব ঠিকঠাক মতো চলছে তো?
লোশাওঃ হ্যাঁ, তা চলছে। তবে আমার বর্তমান কাজটা খুব একঘেঁয়ে।
সাক্রাইঃ আমি দূঃখিত লোশাও! আর ক'টা দিন একটু কষ্ট ক'রে চালিয়ে নিন।
লোশাওঃ তবু মন্দের ভালো এই যে, কিছু কিছু মজার ব্যাপার রয়েছে ব'লে কাজটা এখনো ক'রে যেতে পারছি। সেই সাথে মানুষের অনেক কিছুই আবার বেশ ব্যাখ্যাতীত ব'লে মনে হচ্ছে।
সাক্রাইঃ যেমন?
লোশাওঃ যেমন ধরুন, এই যে এখানে নিউ জার্সির এই রাস্তাটার নাম ওয়েস্টলেইক কোর্ট। (লোশাও স্ক্রীনের এক জায়গায় পয়েন্টিং টর্চ দিয়ে নির্দেশ করলেন।) এটি একটি লাইভ্ রিসেপ্‌শন। এই মুহূর্তে রাস্তার দু'পাশে দেখুন বেশ ক'জন নারী-পুরুষ দৌড়াদৌড়ি করছে। (সামান্য বিরতির পর) এটা খুব-ই অর্থহীন!
সাক্রাইঃ (স্ক্রীনের চলমান হলোগ্রাফিক ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে) লোশাও মারু, আমি 'মানব স্বাস্থ্য' বিষয়ে ইতিমধ্যেই কিছু জ্ঞান আহরণ করেছি। তার আলোকে আমার যা ধারণা, তা হলোঃ

এই মানুষগুলো এভাবে দৌড়াদৌড়ি করছে তাদের স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য। এরা এটাকে বলে 'জগিং'। তা ছাড়া শরীরকে একহারা রাখাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য। মোট কথা, দৌড়ালে পাতলা হওয়া যায়।

লোশাওঃ কিন্তু ওদের গড়ন তো এমনিতেই একহারা। দৌড়াদৌড়ির দরকারটা কি? বরং পাশেই দেখুন অনেক মোটা মানুষ, যারা দৌড়াদৌড়ি করছে না এবং গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করছে। এদের জন্যই জগিংটা বেশী জরুরী ছিলো না কি?

সাক্রাইঃ হ্যাঁ, তা তো বটেই। অবশ্য তার শাস্তিও তারা ভোগ করছে মুটিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে। (সামান্য বিরতির পর) তা হলে আমার কথার প্রমাণ তো হাতেনাতেই পেলেন। অর্থাৎ দৌড়ালে পাতলা হওয়া যায়।

লোশাওঃ কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। এই মানুষগুলোর ব্যক্তিগত 'সদা-বিচ্ছুরিত অতীত তথ্য বিবরণী' বলছে যে, অধিকাংশ পাতলারা প্রথম থেকেই পাতলা ছিলো এবং পাতলা ব'লেই তারা দৌড়াতে পারছে। অপরদিকে মোটারা কখনোই দৌড়াতে পারে না। অতীতে দু'একজন অনেক কষ্টে দৌড়-ঝাঁপ ক'রেও তেমন কোনো সুফল পায়নি ব'লে শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়েছে।.... শুধু তা-ই নয়। মানব-স্বাস্থ্য বিষয়ে আরো অনেক ধরণের ভুল বা খট্‌কাপূর্ণ তত্ত্বের প্রমাণ আমার হাতে এসেছে।

সাক্রাইঃ যেমন?

লোশাওঃ যেমন ভারতীয় ভূ-খন্ডে অনেক জাতি রয়েছে, যাদের প্রধান খাবার ভাত, অথচ জ্বর হ'লে তারা সাধারণতঃ রুটি খায়। আবার যাদের প্রধান খাদ্য রুটি, তাদের মধ্যে অনেকেই জ্বরে ভাত খায়। আরেকটা হাস্যকর উদাহরণ দিই। মেক্সিকোর প্রত্যন্ত এলাকাতে 'তারাহুমারা' উপজাতির লোকজন অনেককাল আগে ঠিকমতো খেতেই পেতো না। অথচ তখন কিন্তু তাদের অসুখ-বিসুখ খুব কম হতো। আর বিচিত্র ব্যাপার হলো, ইদানীং ওরা 'সভ্য' হওয়ার পর তিনবেলা গিল্‌ছে পুষ্টিকর তথাকথিত 'সুষম খাবার'। অথচ এখন ওদের অসুখ-বিসুখ বেড়েছে ছয়গুণ!....আরো শুনতে চান?

সাক্রাইঃ (নিঃশব্দে হাসতে হাসতে) না লোশাও, আর দরকার নেই শোনার।... ইয়ে, এক কাজ করুন। আজকের মধ্যেই মোটামুটি একটা সার-সংক্ষিপ্ত বিবরণী দাঁড় করিয়ে উপসংহার টেনে দিন।

লোশাওঃ ঠিক আছে ক্যাপ্টেন। আমাকে এ-কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ!!

[অধিনায়ক সাক্রাই ত্রিমুর কথামতো লোশাও মারু পৃথিবীর সময়ানুসারে মাত্র দশ মিনিটের মধ্যেই 'মানব-স্বাস্থ্য' বিষয়ক রিপোর্টটি দাঁড় করিয়ে ফেল্‌লেন। তবে তিনি উপসংহারটি টানলেন নিম্নোক্ত বাক্যের মাধ্যমেঃ "মানুষ এমন এক অসাধারণ প্রাণী, যার অসাধ্য কিছুই নাই। এমনকি সে না খাইয়াও বাঁচিতে পারে! তবে সমস্যা হইলো ইহাই যে, যেই মুহূর্তে মানুষ না খাইয়া বাঁচিতে শিখে, ঠিক সেই মুহূর্তে সে প্রাণত্যাগ করে!!!"]

(কল্পিত রচনা)

খন্দকার জাহিদ হাসান, সিডনী, ০৩/১০/২০০৬